মুভিটক প্রাঃ লিঃ এর

শিউলিবাড়ি

মুভীটক প্রাইভেট লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

শিউলিবাড়ি

(সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা' অবলম্বনে)

চিত্রনাট্য : তপন সিংহ

পরিচালনা : পীযূষ বসু

প্রযোজনা : প্রবোধ মজুমদার

ভূমিকায় :

উত্তমকুমার * অরুন্ধতী

ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, বীরেশ্বর সেন, সুশীল ব্যানার্জী
মনি শ্রীমানি, মিহির ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, ডাঃ হরেন মুখার্জী, জয়নারায়ণ
ননী মজুমদার, চন্দন রায়, ভোলা বসু, দেবী নিয়োগী, কালী চক্রবর্ত্তী, বুবী মুখার্জী
ফণী চক্রবর্তী, পরিতোষ রায়, ভোলা ভট্টাচার্য, সুশীল চক্রবর্তী, দেবনারায়ণ শর্মা
তপন মিত্র, খগেন পাঠক, পি, কে, চক্রবর্তী

রঞ্জনা ব্যানার্জী, গীতালি রায়, শেফালি ব্যানার্জী, সুপ্রিয়া চ্যাটার্জী
রুবী বেরা (রাঁচি), অমল, বাপি ও পিঙ্কি

চিত্রশিল্পী : দীনেন গুপ্ত

শব্দযন্ত্রী (অন্তর্দৃশ্যে) : অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল, সুশীল সরকার

(বহির্দৃশ্যে) : অবনী চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতগ্রহণ ও পুন শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

শিল্পনির্দেশক : সুনীতি মিত্র

সম্পাদক : সুবোধ রায়

কর্মসচিব : পরিতোষ রায়
রতন চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক : শান্তিশেখর চৌধুরী
সুব্রত নন্দী

রূপসজ্জা : মদন পাঠক

পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত

প্রচার : পঙ্কজ দত্ত

স্থিরচিত্র : ক্যাপস ফটোগ্রাফি

সাজসজ্জা : ডি আর মেক আপ
বিশ্বনাথ দাশ

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে চিত্রিত এবং আর-সি-এ ও ষ্ট্যানসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত

শিউলিবাড়ি

পনের বছরের ধাড়ি ছেলে হয়েও বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে লৌহভীমচূর্ণ খেলেছে বিজনবিহারী। রাজনগরের জমিদার রুদ্রবাবু জমিদারিই শুধু দেখেননি, কুস্তিও লড়েছেন। আদুরে ছেলে বিজনকেও তিনি শেখাতেন কিভাবে শক্তি এবং সেই সঙ্গে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। বলতেন : জানিস বিজু, ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়। মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো তার কাজ।

বিজুর জীবন এগিয়ে চলছিল বাবার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে নানা দুঃসাহসিক অভিযানের পথ বেয়ে। সেদিনও বিজু বাবার সঙ্গে নিত্যকার মতো শক্তি পরীক্ষায় পাঞ্জা লড়তে বসে। বাবা বলেন : এই এক বছরে তোর কব্জির জোর বেশ বেড়েছে মনে হচ্ছে। বিজু প্রশ্ন করে : তোমার হাত গরম কেন বাবা? রুদ্রবাবু হাসেন : জ্বর হলে গা তো গরম হবেই। সেই জ্বরই নিয়ে এল রুদ্রবাবুর অন্তিম শ্বাস ফেলার দিন আর বিজুর হতভম্ব বুকটা পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে কেঁপে উঠলো। সংসারের আরো বড় একটা রহস্যের ডালা খুলে যায়—একটা বিস্ময়ের সাপ হিস হিস করে ফণা তুলে বের হয়ে আসে। বিজু জানলে তার অসম জন্মের বৃত্তান্ত, আর তাই এ বাড়ির কোন কিছুতেই তার কোন অধিকার নেই।

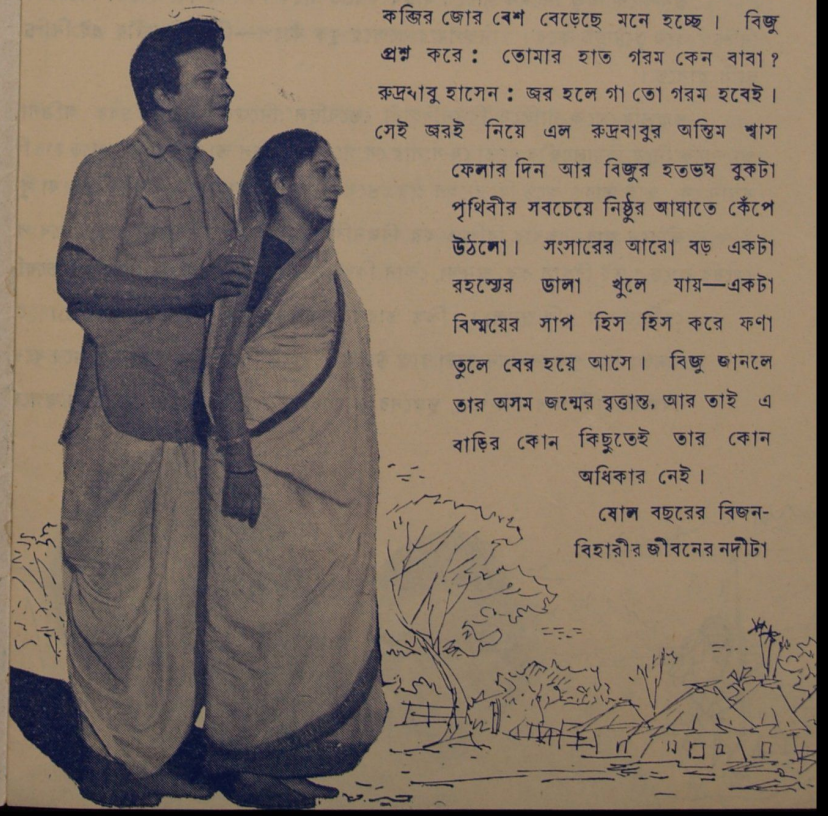

ষোল বছরের বিজন-বিহারীর জীবনের নদীটা

ইচ্ছে করেই ধারা হারিয়ে ফেললো। বাংলা দেশের মাটির ছোঁয়া থেকে পলাতক হয়ে সুদূরের এক বিজন গহনে তার ধারা হারিয়ে ফেলার চেষ্টায় মেতে উঠলো।

পালামৌতে এক জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা জায়গায় নতুন বসতি স্থাপন করলে বাঙালীবাবু বিজনবিহারী। কারো কাছে ভিক্ষে করে নয়, বিজনবিহারী তার গায়ের জোরে, তার প্রাণের জোরে সব আদায় করে নিতে চায়। পুরণো দিনের একটা পাওনা তার অভিমানে ছেড়ে আসা বাংলাদেশ আর একবার টানে। বিজনবিহারী একদিন ফেরে আর অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা ছায়াদস্যুর মতো সঙ্গে নিয়ে চলে যায় তার বাল্য আর কৈশোরের ভালোবাসা নিরুপমাকে।

বিজনবিহারীর নতুন অদৃষ্টের ঘরে ভোরের আলো উঁকি দেয়। তার নিজের হাতে রোপা শিউলি গাছ থেকে নাম করণ হলো শিউলিবাড়ি—দুঃসাহসের মানুষ বিজনবিহারীর একার উদ্যমে স্থানটা জনমুখর নগরে পরিণত হয়ে ওঠে। কবছরের মধ্যে অনেক কিছুই পেয়ে গেল সে। তার ঘরের নামে হলো নগরের নাম শিউলিবাড়ি। নতুন ষ্টেশন তৈরি হলো—শিউলিবাড়ি। বিজনবিহারীও নতুন নাম পেল—মাটিসাহেব। ওর প্রাণের প্রতিজ্ঞার স্বপ্নটা পাহাড় আর শালবনে ঘেরা চমৎকার এক টুকরো জগৎটার মাটি দিয়ে সুখের ঘর তৈরী করে নিতে সক্ষম হলো। মাটি বিজনবিহারীর স্বপ্নের বন্ধু, বিজনবিহারীও সেই মাটির স্বপ্নের বন্ধু।

একদিন বাঙালীবাবু মাটিসাহেবের বাড়িতে নতুন আবির্ভাবের কান্নার স্বর শোনা গেল। নিরুপমা এক কন্যা উপহার দিলে। নাম রাখা হলো সুনন্দা। প্রতিবেশীরা তার নাম দিলে নন্দুয়া।

সুনন্দাকে বিজু নিজের আদর্শে মানুষ করতে থাকে। নিরুপমা মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে অধীর হয়। কিন্তু বিজনবিহারী যেন আকাশের ইচ্ছার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটোছুটি করে। নিরুপমার সন্দেহে বুক কাঁপে—বিজনবিহারীর এই নিশ্চিন্ততা যেন একটা অসহায়তার অলস ঘুম; একটা অক্ষমতার দুঃখ যেন জোর করে ফাঁকির হাসি হাসছে।

জন্মভুমি থেকে পালিয়ে বিজনবিহারী ভেবেছিল নিজের জীবনের চরম অভিশাপটাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু কল্যাণময়ী স্ত্রী নিরুপমা আর সুধাসম কন্যা সুনন্দাকে নিয়ে হিমালয়জীর মতো যে-সংসার সে গড়ে তুলেছিল তা বুঝি ভেঙে পড়ে। পিতার জন্মরহস্যটা একদিন সুনন্দার জানতে বাকি রইল না। বিদ্রোহী বিজনবিহারীরই সন্তান সে, তাই তারও কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ভেসে উঠলো: তোমাদের জীবন নিয়ে যা খুশী করতে পারো, কিন্তু আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার নেই।

জীবনে আর একবার বিস্মিত হয় বিজনবিহারী, কিন্তু প্রতিবাদের কথা ভেবে পায় না। একপা একপা করে পিছু হটতে হটতে জীবনের প্রথম কৈফিয়ৎ দেয় নিজেরই মেয়ের কাছে: তুই বিশ্বাস কর সুনন্দা, কোন কিছু নিয়েই আমরা খেলতে চাইনি—চেয়েছিলাম শুধু বাঁচতে। মানুষের মতো বাঁচতে!

বেরিয়ে যায় বুঝি সুনন্দা। কিন্তু তারপরই হয় দুঃসহ কৌতুকের সমাপ্তি। হেসে ফেলে শিউলিবাড়ির হিমেল নীরবতা।

সুনন্দা আর পুষ্কর—যেন দুটো ব্যস্ত উদ্বেগ। ছুটে গিয়ে নিরুপমাকে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা: আমি কোথাও যাবনা মা। পুষ্কর এগিয়ে গিয়ে বিজনবিহারীর হাত ধরে।

বিজনবিহারী আর নিরুপমা, দুজনের দুজোড়া শান্ত অচঞ্চল চোখ যেন ভিন জগতের দুটি মানুষের চোখ।

(১)

রাই জাগো রাই জাগো শুকসারি বলে,
রাই জাগো রাই জাগো শুকসারি বলে।
কত নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যামনগরের কোলে
রাধে শ্যামনগরের কোলে।
রাই জাগো রাই জাগো, শুকসারি বলে
শুকসারির রব শুনি
জাগিল রাই বিনোদিনী
আপনি জাগিয়া রাই বন্ধুরে জাগাইলে
বন্ধুরে জাগাইলে
রাই জাগো রাই জাগো শুকসারি বলে
নিদ্রার আবেশে রাধে ঢুলু ঢুলু করে
হেলিয়া দলিয়া পড়ে নাগরের কোলে।
নিদ্রার আবেশে রাধে ঢুলু ঢুলু করে
হেলিয়া দলিয়া পড়ে নাগরের কোলে।

শুক বলে ওগো সারি
কি কার্য্য করিলে
তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলে
তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলে সারি
রাই জাগো রাই জাগো
শুকসারি বলে।
রাই জাগো রাই জাগো
শুকসারি বলে।

(২)

আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে
আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে
পুজয়ে ভকতবৃন্দ জবা সুচন্দন দিয়ে
আজু মন্দিরে ওমা!

আনন্দিত নরনারী সবে পুলকিত হিয়ে
আনন্দিত নবনারী সবে পুলকিত হিয়ে
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে
আজু মন্দিরে ওমা!

সুরাসর, নাগনর নাচে উল্লসিত হ'য়ে
সুরাসর, নাগনর নাচে উল্লসিত হ'য়ে
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে
আজু মন্দিরে ওমা!

মহাপাপী, দুরাচারী নিস্তারিল নাম লয়ে
মহাপাপী, দুরাচারী নিস্তারিল নাম লয়ে
মহাপাপী দুরাচারী……
মা…মাগো মা মা মা
মহাপাপী, দুরাচারী নিস্তারিল নাম লয়ে
পতিত কমলাকান্ত রহিল শ্রীচরণ চেয়ে
আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে
আজু মন্দিরে ওমা……

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনা : সুশীল বিশ্বাস
নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : সুনীল চক্রবর্তী,
শঙ্কর চ্যাটার্জী,
শঙ্কর গুহ, বলদেও
শব্দযন্ত্রী : রথীন ঘোষ, অনিল নন্দন
সঙ্গীত : শৈলেশ রায়
শিল্পনির্দেশক : বুদ্ধদেব ঘোষ
সূর্য চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : নিমাই রায়
ব্যবস্থাপক : সুরেন দাস, বলাই দাস,
গৌর দাস, বনমালী
রূপসজ্জা : গোপাল হালদার
শম্ভু দাস
পটশিল্পী : প্রবোধ ভট্টাচার্য
সেটনির্মাণ : ভোলা ভট্টাচার্য
(এস এস সি এস)
কালো দাস (নিউ থিয়েটার্স)
আলোক সম্পাত : দুলাল শীল ও
কেনারাম হালদারের অধিনায়-
কত্ব শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই
শীল, জগু সিংহ, শৈলেন দত্ত
হরিপদ হাইত, ব্রজেন, কেষ্ট,
দুখী

●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শিব ব্যানার্জী কনষ্ট্রাকসন—তারাপদ মুখার্জী (কারমাটা কোলিয়ারি) অমিত গুহ (এস বি সি)—সি ডব্লু হার্ভে (রাঁচি)—হেমেন গাঙ্গুলী (রাঁচি)—রমেন গাঙ্গুলী (রাঁচি)—এ দাশশর্মা (রাঁচি), বোস এণ্ড সোম কনষ্ট্রাক্সন

এবং

শাপরা, মায়াপুর, খিলারী, ডোমজুর ও ম্যাকলাকসীগঞ্জের অধিবাসীবৃন্দ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত